সত্যজিৎ রায়ের ছবি শাখা-প্রশাখা

12-6-22 at Nandan

প্রযোজনা সত্যজিৎ রায় প্রোডাকশন্‌স (কলকাতা) ● এরাটো ফিল্মস (প্যারিস) ● ডি.ডি. প্রোডাকশন্‌স (প্যারিস)

কাহিনী ● চিত্রনাট্য ● সংগীত ● পরিচালনা **সত্যজিৎ রায়**

ক্যামেরা
বরুণ রাহা

ক্যামেরা অপারেটর
সন্দীপ রায়

শিল্প নির্দেশক
অশোক বোস

সম্পাদক
দুলাল দত্ত

শব্দগ্রহণ
পিয়ের ল্যানোয়া

বুম-ম্যান
দ্যনী কারক্যাঁ

অতিরিক্ত শব্দগ্রহণ
সুজিত সরকার
জ্যোতি চ্যাটার্জি
অনুপ মুখোপাধ্যায়

মেক-আপ
অনন্ত দাশ

সাজসজ্জা
ললিতা রায়

প্রধান কর্মসচিব
অনিল চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা
ভানু ঘোষ
সুরজিৎ সেনগুপ্ত
সুধাংশু চ্যাটার্জি

আবহসংগীত রেকর্ডিং
সুশান্ত ব্যানার্জি

রিরেকর্ডিং
হিতেন্দ্র ঘোষ

কণ্ঠ
অজয় চক্রবর্তী
শ্রমণা গুহঠাকুরতা

অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ
ইন্দ্রপুরী স্টুডিও

ইস্টম্যানকালার
রূপায়ণ

তথ্য সংগ্রহ
নির্মাল্য আচার্য

স্থিরচিত্র
নিমাই ঘোষ

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা
রমেশ সেন
সুব্রত লাহিড়ী
রমেন চ্যাটার্জি

সংগীত
অলোক দে

ক্যামেরা
অনিল ঘোষ
জ্ঞানচাঁদ রিখি
পরভীন কুমার

শিল্প নির্দেশক
ভোলা মালি
শতদল মিত্র

সম্পাদক
কাশীনাথ বোস
কে. মনি

পরিবেশনা : ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

অভিনয়ে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ● রঞ্জিত মল্লিক ● দীপঙ্কর দে ● হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
মমতাশঙ্কর ● লিলি চক্রবর্তী ● অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ● প্রমোদ গাঙ্গুলী ● শ্রীমান সোহম্ চক্রবর্তী
ভীষ্ম গুহঠাকুরতা ● রাজারাম য়াগ্‌নিক ● প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ● শোভেন লাহিড়ী
সুনীল গুপ্তকবিরাজ ● কামু মুখোপাধ্যায় ● অশোক মুখোপাধ্যায় ● তরুণ মিত্র ● সমরেশ মুখোপাধ্যায়
সোমনাথ মজুমদার ● শ্বেতা ভাদুড়ী ● লতিকা মণ্ডল ● পীতাম্বর ● ক্ষেত্রা ● বলরাম

কাহিনী

জায়গার নাম আনন্দনগর — ছোটনাগপুরের অভ্র খনি এলাকা; সময় জানুয়ারি ১৯৯০।

ছবির শুরু এই শহরের সব থেকে বিখ্যাত নাগরিক আনন্দমোহন মজুমদারের ৭০তম জন্মদিনে। আনন্দমোহন কঠোর পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত সততায় ওরিয়েন্ট মাইকা ওয়ার্কস-এ সামান্য চাকরি থেকে ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করেন এবং বিরাট এক বাসগৃহে নিজের জরাগ্রস্ত পিতা ও তাঁর দ্বিতীয় সন্তান প্রশান্তকে নিয়ে বাস করেন। প্রশান্ত বিলেতে পড়াশুনা করতে গিয়ে এক মোটর দুর্ঘটনায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে।

আনন্দমোহনের অন্য তিন ছেলে — প্রবোধ, প্রবীর ও প্রতাপ— কলকাতায় নিজ নিজ জীবিকার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। যদিও চারপাশে দুর্নীতি, কালো টাকা ও ব্যাপক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের নানা কাহিনী আনন্দমোহনের কানে আসে, তবু এখনো তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ যদি সৎভাবে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সে অবশ্যই কৃতকার্য হবে ও জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

সহসা ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নাগরিক সম্বর্ধনায় আনন্দমোহনের হার্ট অ্যাটাক হয়।

বড় ছেলে প্রবোধ ও তার স্ত্রী উমা, তৃতীয় ছেলে প্রবীর ও তার স্ত্রী তপতী এবং তাদের ৫ বছরের সন্তান ডিংগো এবং কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপ — সবাই কলকাতা থেকে পরদিন আনন্দনগরে এসে পৌঁছয়।

এই দলটা এক সপ্তাহের জন্য আনন্দনগরে থাকে। এরই মধ্যে আমরা জানতে পারি এক বড় কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে প্রবোধ বর্তমান যুগের মূল্যবোধের বদলকে মেনে নিয়েছে এবং ভালোভাবে বাঁচার জন্য কালো টাকা উপার্জন করে থাকে।

এই একই ধরনের ব্যাপার দেখি প্রবীরের মধ্যেও। সর্বকনিষ্ঠ প্রতাপ একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় ভালো চাকরি করে, কিন্তু সে যখন জানতে পারে তার দাদা-স্থানীয় এক শ্রদ্ধেয় সহকর্মী তাদের কোম্পানির এক মক্কেলকে জোচ্চুরি করে বিরাট অঙ্কের টাকা ঠকিয়ে নিজের পকেটে ভরেছে, তখন এর প্রতিবাদে সে চাকরি ছেড়ে দেয়। মোহভঙ্গ হয়

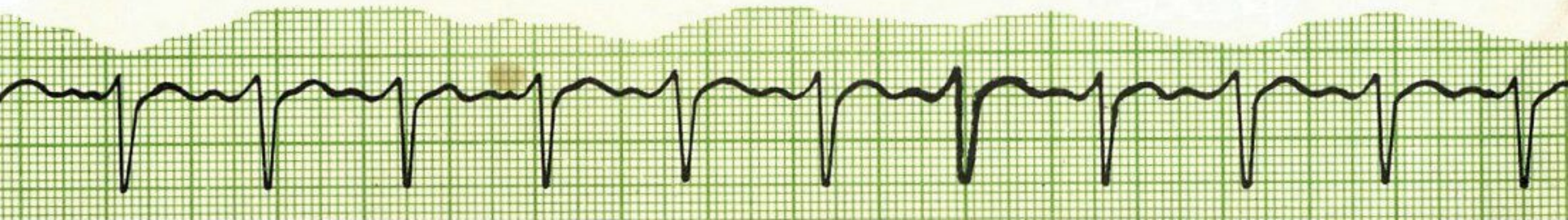

তার এবং সে এক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা হিসেবে যোগদান করে।

দলটা যেদিন কলকাতায় ফিরে যাবে, কিছুটা সুস্থ আনন্দমোহন তাঁর নাতি ডিংগোর কাছে জানতে পারেন তাঁর এতদিনের বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে — কারণ ডিংগো তার জ্যাঠামশাই ও বাবার মধ্যে কালো টাকা নিয়ে পারস্পরিক দোষারোপের ব্যাপারটা দূর থেকে শুনেছে।

এই অভিজ্ঞতা আনন্দমোহনকে একেবারে বিপর্যস্ত ক'রে দেয়। আর তখনই তাঁর ঘরে আসে মেজো ছেলে প্রশান্ত এবং এই মুহূর্তে আনন্দমোহন বুঝতে পারেন যে তাঁর এখনো এক সন্তান আছে যে সব দুর্নীতির উর্ধ্বে।

পিতাপুত্রের দুই হাত পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে।

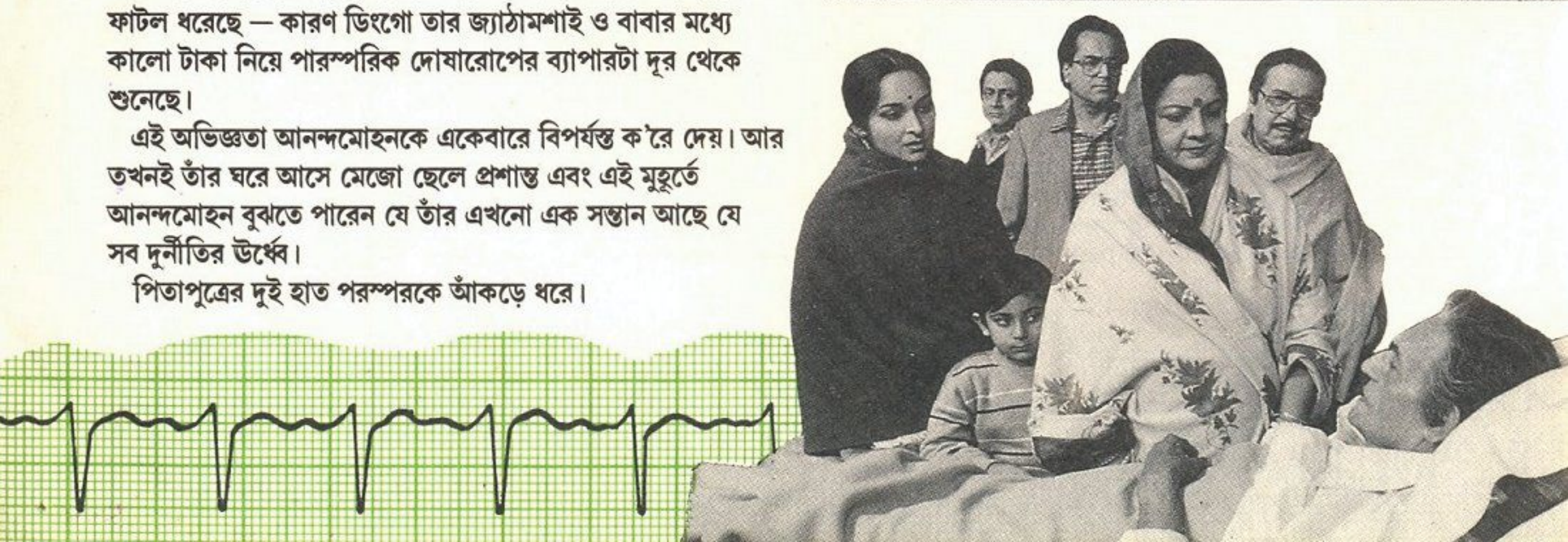

a film by Satyajit Ray

SHAKHA-PROSHAKHA

(Branches of a Tree)

The place is Anandapur, a township in a mica mining area in Chhoto Nagpur; and the time is January 1990.

The film opens on the 70th birthday of the most eminent citizen of the town — Anandamohan Majumdar — who, through sheer hard work and honesty — rose from a low position in the Orient Mica Works to be its General Manager.

He now lives a retired life in his large mansion with his senile father and his second son Proshanto, who became mentally deranged after a motor accident while studying in England.

Anandamohan has three other sons — Probodh, Prabir and Protap — who are all well placed in jobs in Calcutta. Although stories about corruption, black money and the corrosion in values in the city reach his ears, Ananda still believes that if a man decides to be honest, he can still be so and make good in life. 'I am sure,' he says, 'that my sons believe in the two maxims that I've always held dear — Work is worship, and Honesty is the best policy.'

At the civic reception in honour of his birthday, Anandamohan has a heart attack.

The family consisting of the eldest son Probodh and his wife Uma; the third son Prabir, his wife Tapati and his 5 year old son Dingo; and the youngest son Protap arrive from Calcutta. They stay for a week in course of which we learn that Probodh, the general manager of a big company, has accepted the fact of a change of values and has taken recourse to black money in order to live well.

The same applies to the businessman Prabir. The youngest, Protap, had been an advertising executive, but gave up his job when he learned that a senior colleague whom he loved and respected as an elder brother, had been involved in a swindle and pocketed a huge amount of money from one of their own clients. Disillusioned, Protap has now joined a theatrical company.

On the day of the family's departure, Prabir's son Dingo tells Anandamohan that he had overheard his father and his uncle accusing each other of resorting to black money.

The revelation shatters Anandamohan until, for the first time, Proshanto comes into his room, and Anandamohan suddenly realises that he still has one son who is incorruptible.

The two clasp each other's hands.